যুগান্তর

তারিখ 30 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

জঙ্গি রোধে জরুরি ছাত্র সংসদ

মুসতাক আহমদ ও মাহমুদুল হাসান নয়ন

জঙ্গিবাদ রোধে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ চালুর দাবি ওঠেছে। শিক্ষাবিদ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, জরুরি ভিত্তিতে ছাত্র সংসদ চালু করা দরকার।

- প্রয়োজনেই নেতা তৈরি হবে
- ছাত্র রাজনীতি ছাড়াও কার্যকর হতে পারে সংসদ

এতে ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড জোরদার হবে। ক্লাস ও পরীক্ষার বাইরে শিক্ষার্থীরা সংঘবদ্ধভাবে সুষ্ঠু চিন্তার সুযোগ পাবেন। ফলে প্রকৃত অর্থেই তারা আনন্দঘন শিক্ষাজীবন কাটাবেন। একই সঙ্গে জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা কমবে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইতিবাচক ছাত্র রাজনীতি চালুর পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে প্রচলিত ধারার নেতিবাচক ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে তাদের অবস্থান স্পষ্ট।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান ধারার ছাত্র রাজনীতি চালুর পরিবর্তে ছাত্র সংসদ গঠনের দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। ছাত্র সংসদ চালু হওয়ার মানেই হল সেখানে বার্ষিক নির্বাচন হবে, সাংস্কৃতিক কাজ থাকবে, নাটক হবে, বিতর্ক হবে, খেলাধুলা হবে, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গান-নাচের প্রতিযোগিতা হবে। একজন শিক্ষার্থী যখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়বে তখন তার জঙ্গিবাদ বা ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

জঙ্গি রোধে জরুরি ছাত্র সংসদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উগ্রতার দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা থাকবে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ছাত্র সংসদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি জরুরি নয়। সংসদ থাকলে তার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হবে। তখনই প্রকৃত ছাত্র রাজনীতি হবে। আর আগে রাজনীতি পরে সংসদ গড়তে গেলে একটি মাত্র দল আসবে। তাই ছাত্র সংসদই আগে গড়া উচিত।

সম্প্রতি বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও জঙ্গি হামলায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষার্থী জড়িয়ে পড়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এসব প্রতিষ্ঠানে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা হয় না। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। আছে শুধু ক্লাস ও পরীক্ষার চাপ। যে কারণে একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হওয়ার পরও একজনের সঙ্গে অন্যজনের যোগাযোগ নেই। অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বও গড়ে উঠে না। শিক্ষার্থীরা অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে উঠছে। এ সুযোগ নিচ্ছে উগ্রপন্থীরা। তারা আলাদাভাবে কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে দলে ভেড়ানোর জন্য টার্গেট করছে। বন্ধুত্ব গড়ে না উঠায় জঙ্গিদের টার্গেট হওয়ার পরও বিষয়টি কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারছে না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭ জুলাই বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় মতবিনিময় করে। সেখানে ছাত্রলীগ সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির দ্বার উন্মুক্ত করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত বলা হলেও আসলে তা নয়। সরব রাজনীতি নেই। নীরব রাজনীতির আড়ালে সেখানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস আছে। এরপর থেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি ছাত্র সংসদ চালুর বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদ ও ছাত্র রাজনীতি, ছাত্র সংসদসহ কয়েকটি ইস্যুতে আজ বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতি বৈঠক করবে। এ সমিতির সহ-সভাপতি এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি ও ট্রাস্টি সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, একজন সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে আমি অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি চাই। কিন্তু বর্তমানে 'পলিটিক্সের' পরিবর্তে 'পলিট্রিক্স' চলছে। এটা অপরাজনীতি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ মাসের সেমিস্টার। একটি পরীক্ষা শেষে আরেকটির ক্লাস শুরু হয়ে যায়। এমন অবস্থায় ছাত্রদের রাজনীতি করার সময় মোটেও নেই। তারপরও রাজনীতি চালু হবে কিনা, সেটা এর সুবিধাভোগী তথা ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষক-ট্রাস্টিদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়, শিগগিরই রাজনীতি চালু করা যাবে না।

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ চালুর দাবি করেছেন বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। তাদের মতে, ছাত্র রাজনীতি ছাড়াও ছাত্র সংসদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ'র শিক্ষার্থী জুনায়েদ ফাহাদ বলেন, 'আমাদের ক্যাম্পাসে বিতর্ক, গান, পরিবেশসহ ২২টি ক্লাব আছে। কিন্তু এসব কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা মনে করি, নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম কোনো উপকারে আসে না। ইতিমধ্যে তা প্রমাণ হয়েছে। তাই রাজনীতিমুক্ত ছাত্র সংসদ চাই আমরা। কার্যকর ছাত্র সংসদ থাকলে আমাদের ক্লাবগুলো সংসদের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারত। সংসদ পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের গুণাবলী আছে— এমন শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসত। এতে ক্যাম্পাসে উগ্রপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারত না।

আরেক শিক্ষার্থী বলেন, কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইবে না ছাত্ররা সংগঠিত হোক। তাই তারা ছাত্র সংসদও চাইবে না। তাহলে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ হবে। নামমাত্র শিক্ষা দিয়ে কোর্স শেষ করতে পারবে না। আমরা চাইব, সরকার যেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ বাধ্যতামূলক করে দেয়। ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির মার্কেটিংয়ের ছাত্র হাসান আল রিয়াদ বলেন, আমি ছাত্র রাজনীতিকে ভয় পাই। কিন্তু ছাত্র সংসদ চাই। রাজনীতি ছাড়াও সংসদ হতে পারে। সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির মার্কেটিংয়ের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী মুবাশ্বিরা আমিন বলেন, সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বিকশিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়ার বাইরে অনেক ভূমিকা রাখে। লেখাপড়ার বাইরে অন্য কাজের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্র সংসদ থাকলে বাইরের কাজটি সহজ হবে। নতুন নেতৃত্ব তৈরি হবে।

প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্র অনিক (ছদ্মনাম)। তিনি বুধবার যুগান্তরকে বলেন, 'সেমিস্টার রাজনীতির জন্য কোনো বাধা নয়। প্রচুর সময় আছে। ৪ মাসের সেমিস্টার হলেও আমরা সর্বোচ্চ ৭৮ দিন বেশি পাই। বাকি ৪২ দিনের ১২ দিন সাপ্তাহিক ছুটি। ১৫ দিন পরীক্ষা চলে। বাকি ১৫ দিন পরীক্ষার প্রস্তুতির ছুটি। আসলে শোষণ ও একক কর্তৃত্ব ধরে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই রাজনীতি চাইবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরিতে ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ গঠন অত্যন্ত জরুরি। আশা করছি, সরকার এবং কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দেবে।' আইইউবিএটি'র ছাত্র রিফাত আমিন মনে করেন, ছাত্র রাজনীতি চালু হলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলা যাবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একা থাকলে যে হতাশা তৈরি হয়, তা কমবে। তবে ছাত্র রাজনীতি যাতে সহিংসতা-সংঘর্ষের দিকে না যায়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আর একান্তই যদি এটা সম্ভব না হয়, তাহলে রাজনীতিমুক্ত ছাত্র সংসদ চাই। এটা থাকলেও হতাশা দূরের ব্যবস্থা হবে।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী সানজিদা ফেরদৌসী বলেন, বর্তমানে যে ছাত্র রাজনীতি চলছে আমি একদমই তার পক্ষে নই। সেটি হোক সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী জিনাত ফেরদৌসী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি চালু হলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হবে।